

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/ভ)

www.motaher21.net

أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

পরীক্ষার পর বিজয় লাভ

The success is after the test.

সূরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২১৪

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْتَمُ الْبَاسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَرُلُّوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

তোমরা কি মনে করেছো, এমনতেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে? অথচ তোমাদের আগে যারা ঈমান এনেছিল তাদের ওপর যা কিছু নেমে এসেছিল এখনও তোমাদের ওপর সেসব নেমে আসেনি। তাদের ওপর নেমে এসেছিল কষ্ট-ক্লেশ ও বিপদ-মুসিবত, তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল। এমনকি সমকালীন রসূল এবং তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা চীৎকার করে বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? তখন তাদেরকে এই বলে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছিল, অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য নিকটেই।

২১৪ নং আয়াতের তাফসীর:

শানে নুযূল:

বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থের আলোকে বুঝা যায় যে, মদীনায় হিজরত করার পর মুসলিমরা যখন ইয়াহুদী, মুনাফিক এবং আরবের মুশরিকদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পীড়া ও কষ্ট পেতে লাগল, তখন কোন কোন মুসলিম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে অভিযোগ করল। তাই মুসলিমদের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

খাব্বাব ইবনু আরাক্ত (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এমন এক সময় অভিযোগ করলাম যখন তিনি কাবা ঘরের ছায়ায় চাদরকে বালিশ বানিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা বললাম: আমাদের জন্য কি সাহায্য প্রার্থনা করবেন না, আমাদের জন্য কি দু ‘আ করবেন না? তিনি বললেন: তোমাদের পূর্বকার ঈমানদার লোকদের ধরে এনে জমিনে গর্ত করে তাতে পুঁতে দেয়া হত। অতঃপর তাদের মাথা বরাবর করাত চালিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা হত। লোহার চিরুনী দিয়ে শরীরের গোশত হাড় থেকে পৃথক করা হত। কিন্তু এ নির্মম অত্যাচারও তাদেরকে তাদের দীন থেকে বিরত করতে পারেনি। আল্লাহ তা ‘আলার কসম এ দীন পূর্ণরূপে বিজয়ী হবে। এমন একদিন আসবে যখন কোন ভ্রমণকারী নির্বিঘ্নে সানআ থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত ভ্রমণ করবে কিন্তু আল্লাহ তা ‘আলা ছাড়া সে কাউকে ভয় করবে না। আর মেষপালের জন্য বাঘের ভয় বাকি থাকবে। কিন্তু তোমরা খুব তাড়াছড়ো করছ। (সহীহ বুখারী হা: ৬৯৪৩)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা ‘আলার বাণী “এমনকি যখন রাসূলগণ নিরাশ হয়ে পড়ল এবং ভাবতে লাগল যে, তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে” (সূরা ইউসুফ ১২:১১০)। তখন ইবনু আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতসহ সূরা বাকারার আয়াতের শরণাপন্ন হন ও তেলাওয়াত করেন। যেমন: ‘এমনকি রাসূল এবং তার সঙ্গে ঈমান আনয়নকারীগণ বলে উঠেছিল, কখন আসবে আল্লাহ তা ‘আলার সাহায্য? হ্যাঁ, আল্লাহ তা ‘আলার সাহায্য নিকটেই।’ (সহীহ বুখারী হা: ৪৫২৪)

রাবী বলেন, এরপর আমি উরওয়াহ ইবনু যুবাইয়ের এর সঙ্গে সাক্ষাত করে তাকে এ সম্পর্কে জানালে তিনি বলেন যে, আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহ তা ‘আলার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, আল্লাহ তা ‘আলার কসম! আল্লাহ তা ‘আলা তাঁরপর রাসূলের নিকট যেসব অঙ্গীকার করেছেন, তিনি জানতেন যে, তা তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই বাস্তবে পরিণত হবে। কিন্তু রাসূলগণের প্রতি সমূহ বিপদাপদ আসতে থাকবে। এমনকি তারা (মু’মিনরা) আশঙ্কা করবে যে, সঙ্গী-সাথীরা তাঁদেরকে (রাসূলদেরকে) মিথ্যুক সাব্যস্ত করবে। এ প্রসঙ্গে আয়িশাহ (রাঃ) এ আয়াত পাঠ করতেন-

(وَوَظُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا)

“ভাবল যে, তারা তাদেরকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করবে।” আয়িশাহ (রাঃ) ‘যাল’ হরফটি তাশদীদযুক্ত পড়তেন। (সহীহ বুখারী হা: ৪৫২৫)

আল্লাহ তা ‘আলা মু’ মিনদেরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জান্নাতে দেবেন।

আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“তোমরা কি মনে করো যে, তোমাদেরকে এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে যে পর্যন্ত আল্লাহ প্রকাশ না করেন তোমাদের মধ্যে কারা মুজাহিদ এবং কারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ও মু’ মিনগণ ব্যতীত অন্য কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নেয়? তোমরা যা করো, সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।” (সূরা তাওবাহ ৯:১৬)

আল্লাহ তা ‘আলা অন্যত্র বলেন:

(أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ)

“তোমরা কি ধারণা করছো যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ যারা জিহাদ করে তোমাদের মধ্য হতে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ অবগত হবেন না? ও ধৈর্যশীলদের তিনি জানবেন না?” (সূরা আলি-ইমরান ৩:১৪২)

আল্লাহ তা ‘আলা আরো বলেন:

(أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ)

“মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি- এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে?” (সূরা আনকাবুত ২৯:২)

তাই যে যত বেশি ঈমানদার তার পরীক্ষাও তত বেশি কঠিন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءَ الْأَنْبِيَاءِ

মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষার সম্মুখীন হয় নাবীগণ। (সহীহ বুখারী ৫৬৪৮ নং হাদীসের বাব)

নাবী-রাসূলগণ সবচেয়ে বেশি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন কারণ সবচেয়ে বেশি ঈমানদার তাঁরাই।

সুতরাং এত সহজেই জান্নাতে যাওয়া যাবেনা। জান্নাত একটি অতি মূল্যবান স্থান; তা পেতে হলে অনেক বালা-মসিবত, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হবে, বহু পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। এসব পরীক্ষায় যারা সফল হবে তাঁরাই জান্নাতের আশা করতে পারে।

ওপরের আয়াত ও আয়াতের মাঝখান একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী অবর্ণিত রয়ে গেছে। আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে এবং কুরআনের মক্কী সূরাগুলোয় (যেগুলো সূরা বাকারার পূর্বে নাযিল হয়েছে) এ কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। দুনিয়ার যে কোন দেশে যখনই নবীদের আবির্ভাব ঘটেছে তখনই তাঁরা ও তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী গোষ্ঠী আল্লাহদ্রোহী মানব সমাজের কঠোর বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁরা কোন অবস্থায়ই নিজেদের প্রাণের পরোয়া করেননি। বাতিল পদ্ধতির বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করে তাঁরা আল্লাহর সত্য দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এ দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ কখনো কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। ইসলামের প্রতি ঈমান আনার পর কেউ দু' দণ্ডের জন্য নিশ্চিন্তে আরামে বসে থাকতে পারেনি। প্রতি যুগে ইসলামের প্রতি ঈমান আনার স্বাভাবিক দাবী হিসেবে ঈমানদার গোষ্ঠীকে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে হয়েছে। যে শয়তানী ও বিদ্রোহী শক্তি এ সংগ্রামের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে তার শক্তির দর্প চূর্ণ করার জন্য ঈমানদারদের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করতে হয়েছে।

পরীক্ষার পর বিজয় লাভ

মহান আল্লাহ বলেন: **أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ** 'তোমরা কি এমন ধারণা পোষণ করো যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে।' এর ভাবার্থ এই যে, পরীক্ষার পূর্বে জান্নাতে প্রবেশের আশা করা ঠিক নয়। পূর্ববর্তী সমস্ত উম্মাতেরই পরীক্ষা নেয়া হয়েছিলো। এই জন্য মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ﴾

‘এখনো পর্যন্ত তোমাদের আগের লোকেদের মতো অবস্থা তোমাদের সামনে আসেনি? তাদেরকে অভাবের তীব্র তাড়না এবং মসীবত স্পর্শ করেছিলো’ অর্থাৎ তাদেরকেও রোগ, অসুস্থতা, ব্যাথা ও বিপদাপদ স্পর্শ করেছিলো। **بِأَسَاءَةٍ** শব্দটির অর্থ দারিদ্রতা এবং **ضُرٍّ** শব্দটির অর্থ রোগও বলা হয়েছে। ইবনু মাস ‘উদ (রাঃ), ইবনু আব্বাস (রাঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সা ‘ঈদ ইবনু যুবাইর (রহঃ), মাররাহ আল হামাদানী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আর রাবী ‘ইবনু আনাস (রহঃ), সুদী (রহঃ) এবং মুকাতিল ইবনু হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, **الْبِأْسَاءِ**-এর অর্থ হচ্ছে দারিদ্রতা। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, **وَالضَّرِّ**-এর অর্থ হচ্ছে অসুস্থতা।

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, একবার খাব্বাব ইবনু আরাতি (রাঃ) বলেন,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا؟ فَقَالَ: "إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ أَخَذَهُمْ يُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرَقِ رَأْسِهِ فَيُخْلَصُ إِلَى قَدَمَيْهِ، لَا يَصْرُفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُشْطَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا بَيْنَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، لَا يَصْرُفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. " ثُمَّ قَالَ: "وَاللَّهِ لَيُبَيِّنَنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّكْبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَالذَّنْبَ عَلَى عَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُونَ".

‘হে মহান আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! আপনি কি আমাদের সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করেন না?’ তিনি বলেনঃ ‘এখনই ভীত হয়ে পড়লে? জেনে রেখো যে, পূর্ববর্তী একাত্মবাদীদেরকে মাথার ওপর করাত রেখে তাদেরকে পা পর্যন্ত ফেঁড়ে দ্বিখণ্ডিত করে দেয়া হতো, কিন্তু তথাপি তারা তাওহীদ ও সূন্নাত হতে সরে পড়তো না। লোহার চিরুণী দিয়ে তাদের দেহের গোশত আঁচড়ানো হতো, তথাপি তারা মহান আল্লাহর দীন পরিত্যাগ করতো না। মহান আল্লাহর শপথ! আমার এই দীনকে মহান আল্লাহ এমন পরিপূর্ণ করবেন যে, একজন অশ্বারোহী সান ‘আ’ হতে ‘হাযারা মাওত’ পর্যন্ত নির্ভয়ে ভ্রমণ করবে এবং একমাত্র মহান আল্লাহর ভয় ছাড়া তার আর কোন ভয় থাকবে না। তবে অন্তরে এই ধারণা হওয়া অন্য কথা যে, হয়তো তার বকরীর ওপরে বাঘ এসে পড়বে। কিন্তু আফসোস! তোমরা তাড়াছড়া করছো। (সহীহুল বুখারী-১২/৩৩০/৬৯৪৩, ফাতহুল বারী ৬/৭১৬, মুসনাদ আহমাদ -৫/১০৯, ১১০, ১১১, ৬/৩৯৫, সুনান আবু দাউদ-৩/৪৭/২৬৪৯, সুনান নাসাঈ -৮/৫৯২/৩৩৫) কুর’ আন মাজীদে ঠিক এ অর্থটি অন্য জায়গায় নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

﴿لَمْ أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿١٠١﴾ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ﴾

‘আলিফ লাম মীম, মানুষ কি মনে করে যে, ‘আমরা ঈমান এনেছি, ‘এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে? আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; মহান আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী।’ (২৯নং সূরাহ্ ‘আনকাবূত, আয়াত নং ১-৩)

পরিখার যুদ্ধে সাহাবীগণেরও পরীক্ষা নেয়া হয়েছিলো। যেমন স্বয়ং পবিত্র কুর' আনেই এর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে:

﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا ﴿١٠﴾ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ ﴿١١﴾ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١٢﴾﴾ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾

যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিলো উচ্চ অঞ্চল ও নিম্ন অঞ্চল হতে, তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিলো; তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিলো কণ্ঠাগত এবং তোমরা মহান আল্লাহ্ সশ্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করেছিলেন। তখন মু' মিনরা পরীক্ষিত হয়েছিলো এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিলো এবং মুনাফিকরাও, যাদের অন্তরে ছিলো ব্যাধি, তারা বলছিলোঃ মহান আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো তা প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়।' (৩৩নং সূরাহ্ আহযাব, আয়াত নং ১০-১২)

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন আবু সুফইয়ান (রাঃ) -কে তার কুফরীর অবস্থায় জিজ্ঞেস করেছিলো, 'এই নাবুওয়াতের দাবীদারের অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সাথে আপনাদের কোন যুদ্ধ হয়েছিলো কি?' আবু সুফইয়ান (রাঃ) বলেন, 'হ্যাঁ।' হিরাক্লিয়াস পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, 'যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিলো?' তিনি বলেন, 'কখনো আমরা জয়যুক্ত হয়েছিলাম এবং কখনো তিনি।' হিরাক্লিয়াস বলেন, 'এভাবেই নবীগণের পরীক্ষা হয়ে আসছে। কিন্তু পরিণামে প্রকাশ্য বিজয় তাঁদেরই হয়ে থাকে।' (সহীহুল বুখারী-১/৪২/৬, ফাতহুল বারী ৯/২৫, সহীহ মুসলিম-৩/৭৪/১৩৯৩-১৩৯৭, মুসনাদ আহমাদ - ১/২৬২) শব্দটির অর্থ এখানে রীতি। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে: وَمَضْمَعًا لِّلْأَوَّلِينَ অর্থাৎ 'পূর্ববর্তীদের রীতি অতীত হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন:

﴿فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَ مَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ﴾

'তাদের মধ্যে যারা এদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিলো তাদেরকে আমি ধ্বংস করেছিলাম; আর এভাবে চলে আসছে পূর্ববর্তীদের অনুরূপ দৃষ্টান্ত। (৪৩নং সূরাহ্ যুখরুফ, আয়াত নং ৮)

পূর্ব যুগের মু' মিনগণ তাদের নবীগণের সাথে এরকমই কঠিন অবস্থায় মহান আল্লাহ্ সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং সেই সঠিক ও সক্ষীর্ণ অবস্থা হতে মুক্তি চেয়েছিলেন। উত্তরে তাঁদেরকে বলা হয়েছিলো যে, 'মহান আল্লাহ্ সাহায্য অতি নিকটবর্তী।' যেমন মহান আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন:

﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾

‘অতঃপর কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে, অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে।’ (৯৪নং সূরাহ্ আলাম নাশরাহ, আয়াত নং ৫-৬) একটি হাদীসে রয়েছে যেঃ

عَجَبَ رَبُّكَ مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ، وَفُزِبَ غَيْثِهِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ فَنَطِينٍ، فَيَظَلُّ يَضْحَكُ، يَغْلَمُ أَنْ فَرَجَهُمْ قَرِيبٌ.

বান্দা যখন নিরাশ হতে থাকে তখন মহান আল্লাহ্ বিস্মিত হয়ে বলেন, আমার সাহায্য তো এসেই যাচ্ছে, অথচ তারা নিরাশ হয়ে যাচ্ছে। (হাদীসটি য ‘ঈফ। সুনান ইবনু মাজাহ-১/৬৪/১৮১, মুসনাদ আহমাদ - ৪/১১/১২, আস সুন্নাহ-১/২৪৪/৫৫৪)

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. আল্লাহ তা ‘আলা মু’ মিনদের বিভিন্ন বালা-মসিবত দ্বারা পরীক্ষা করেন যাতে দুনিয়াতেই গুনাহ মোচন করে সহজেই জান্নাতে যেতে পারে।
২. দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হলে যারা আরো বেশি কষ্টে আছে তাদের কথা স্মরণ করা দরকার।
৩. সৎ ব্যক্তিদেরকে সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করা দরকার।
৪. আল্লাহ তা ‘আলা মু’ মিনদেরকে বালা মুসিবতে-সঙ্কটে সহযোগিতা করেন।